১০. রুজিনা আক্তার

বয়স ৩০। গ্রামের বাড়ি মানিকগঞ্জএর দৌলতপুর উপজেলার ঝাগড়া গ্রামে। ফোন নং ০১৭১৮৮০৭২৮০ (স্বামী)। আনুমানিক ৬ বছর আগে বিয়ে করেন এবং তাদের ৫ বছরের একটি মেয়ে সন্তান আছে। রুজিনার শাশুরী বৃদ্ধ এবং চোখে কম দেখে। তারা স্বামী-স্ত্রী বিশ্বাষ গার্মেন্টস এ চাকুরীরত অবস্থায় বিয়ে করেন। ৯ মাস আগে রুজিনা রানা প্লাজায় ইথারটেক গার্মেন্টস এ যোগ দেন আর স্বামী বিশ্বাসেই ছিলেন। তারা উভয় দীর্ঘ ৭ বছর যাবৎ গার্মেন্টস এ চাকুরী করেন। রুজিনা মেরুদন্ড ভেঙ্গে গেছে, পেটে রট প্রবেশ করার কারণে কিডনিতে সমস্যা হয়েছে। ২৫ এপ্রিল রাতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন এবং এখানে থাকা অবস্থায় কিডনি সমস্যার অপারেশন হয়েছে। সব মিলিয়ে ২৫ ব্যাগ রক্ত দিতে হয়েছিল। ঢাকা মেডিকালে ১ মাসের মত ছিলেন এবং তারপর তাকে সাভারের সিআরপি স্থানান্তর করা হয়েছে। আরো সপ্তাহ (জুলাই ১১-১৮, ২০১৩) খানেক সিআরপির হাসপাতাল সেকশনে থাকতে হবে তারপর তাকে টেনিং সেকশনে স্থানান্তর করা হবে বলে ডাক্তার বলেছেন। বর্তমানে তিনি গণস্বাস্থ্য হাসপাতালে ভর্তি আছেন্। সিআরপিতে ভুলবশতঃ ভুল চিকিৎকার করার কারণে তিনি আরো অসুস্থ হয়ে পড়লে তার নিবিড় পরিচর্চার জন্য গণস্বাস্থ্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ থেকে তিনি গণস্বাস্থ্য হাসপাতালে ভর্তি আছেন। তার স্বামী সাজু (বয়স ৩২) স্ত্রী অসুস্থ্য হওয়ার পর থেকে তার সাথে সাথে হাসপাতালে অবস্থান করতে হচ্ছে। তিনি চাকুরী ছেড়ে দিয়েছেন কারণ স্ত্রীকে দেখভাল করার কেউ নেই।

ছোট মেয়ে বৃদ্ধ দাদির কাছে থাকসে। মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। এখন স্কুলে যেতে পারছে না। সাজুর গ্রামের বাড়ি নড়াইলে আর রুজিনার মানিকগঞ্জে। সাজুর গ্রামের বাড়িতে একভাই ও এক বোন আছে। বাড়িতে ৩ শতেক জায়গার মালিক তারা তিন ভাই বোন। বাড়িতে তার থাকার ঘরও নাই। কোন উপলক্ষে নড়াইলে গেলে ফুফুর বড়িতে থাকেন।

হাসপাতালে রুজিনার চিকিৎসা ফ্রি হচ্ছে ও খাবারও হাসপাতাল থেকেই দেন। সাজু, তার মা ও মেয়ে এবং বাড়ি ভাড়া বাবদ প্রতি মাসে অনেক টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এখন তাদের কোন আয় করার সুযোগ নেই। হাসপাতালে থাকাকালে সব মিলিয়ে ২ লক্ষ টাকা (ঢাকা মেডিকালের একদল ডাক্তার ১ লক্ষ টাকা, প্রধানমন্ত্রী ১০ হাজার, ব্যক্তিগত সাহায্য, তিন মাসের বেতন, এবং বিকাশের মাধ্যমে ১৫ হাজার টাকা) পেয়েছেন। এর মধ্যে ব্যংকে আছে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা আর বাকি টাকা গত তিন মাসে খরচ হয়েছে। সাজু গামেন্টসে কাজের পাশাপাশি অটো চালাকের টেনিং নিয়েছিলেন তিনি একটি অটো কিনে সেটা চালাবেন বলে চিন্তা করছেন। একটি অটো কিনতে ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকার মত লাগে। তার কাছে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা আছে আর কোন সহযোগিতা পেলে তিনি অটো কিনে নতুন জীবন শুরু করতে পারতেন। ইতিমধ্যে তিনি একটি গরু ২০ হাজার টাকায় কিনে গ্রামে দিয়েছেন। গ্রামীন ফোন কোম্পানি থেকে একটি ফেক্সিলোড সিম, একটি ছাতা, একটি টেবিল ও একটি চেয়ার প্রদান করা হয়েছে। তিনি সেপ্টেম্বর ০৮, ২০১৩ থেকে ফেক্সিলোড সাথে সাথে চকলেট ও সিগারেট বিক্রি করছেন। প্রতিদিন ২০০-২৫০ টাকা আয় হয়। পূর্বে তিনি অটো কিনে চালানোর চিন্তা করলেও এখন তিনি একটি মুদি দোকানের কথা চিন্তা করছেন। তিনি যেখানে ফেক্সিলোড চালান সেখানে একটি কাপাড়ের দোকান খালি হবে।

মন্ড্ব্য ঃ
তিনি সেখানে কথা বলছেন। তার জমানো টাকা ও কিছু সহোযগিতা (৬০ থেকে ৭০ হাজার টাকা) পেলে তিনি তার মুদি দোকান শুরু করতে পারবেন।

অনুদানের প্রস্ড্ব ঃ ৬০০০০/- (ষাট হাজার টাকা)

ক্রম ৪৫২০৫০০

স্পন্দনবি বাংলাদেশ

স্পন্দনবি বাংলাদেশ এবং রানা প্লাজা ভবন ধ্বসে আহত কর্মক্ষমহীন সদস্য/সদস্যার মধ্যে দ্বিপাক্ষীক চুক্তি পত্র যাহা অদ্য....18/11/13.... ইং তারিখে সম্পাদিত হলো ।

চুক্তি-পত্রের পক্ষ

প্রথম পক্ষঃ স্পন্দনবি বাংলাদেশ, (বাংলাদেশ এনজিও ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত একটি প্রতিষ্ঠান যার নিবন্ধন নং ২৬২৩ এবং যাহা একটি সাহায্য সংস্থা হিসাবে কাজ করছে) ১৬/১৯, ফ্ল্যাট#৯এ, তাজমহল রোড, ব্লক-সি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ এর পক্ষে উহার কর্মসূচি ডিরেক্টর মসিহ-উর রহমান ।

দ্বিতীয় পক্ষঃ নামঃ রোজিনা আক্তার
স্বামীঃ সাজু তালুকদার
স্থায়ী ঠিকানা ঃ ঝাপড়া, সৌলতপুর, মানিকগঞ্জ।
বর্তমান ঠিকানা ঃ বটপাড়া, সোসাইটির গেট, সাভার, ঢাকা
(যিনি নিম্ন বর্ণিত সুবিধাভোগী হিসেবে নিজে এবং তার অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করছে)

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল ঢাকার অদূরে সাভারে অবস্থিত "রানা প্লাজা" নামে একটি ৯ (নয়) তলা ভবন ধ্বসে পড়ে যাহাতে কর্মরত সহস্রাধিক পোশাক শ্রমিক মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যুবরণ করে এবং দুই হাজারেরও বেশি শ্রমিক গুরুতরভাবে আহত হয়। আহতদের মধ্য অনেকেরই বিভিন্ন অঙ্গহানী হয়। আহতদের মধ্যে অনেকেই চিরতরে কর্মক্ষমতা হারিয়ে আর্থিক কষ্টে মানবেতর জীবন যাপন করছে। এই আহতদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে স্পন্দনবি বাংলাদেশ একটি প্রকল্প হাতে নেয় এবং আহতদেরকে সরাসরি অর্থ সাহায্য প্রদানের পরিবর্তে তাহাদেরকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয় । এমতাবস্থায় বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আহতদের মধ্যে হইতে বাছাইক্রমে একটি তালিকা তৈরি করা হয় এবং এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বক নিম্নোক্ত শর্ত/ নীতিমালা সাপেক্ষে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হইল।

আহতের বর্ণনা ও সুবিধা গ্রহনের উদ্দেশ্য

সাভার রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় তিনি (রোজিনা আক্তার) মেরুদন্ডে ও কিডনিতে আঘাত পান । চিকিৎসার পর তিনি বাড়ী ফিরে গেছেন এবং একটু একটু হাঁটতে পারেন । ভারী কোন কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয় । হাসপাতালে থাকা অবস্থায় তিনি যে সাহায্য পেয়েছিলেন তা দিয়ে তার স্বামীকে একটি মুদি দোকান করে দিয়েছেন । এখন তার দোকানের আরও কিছু মালামাল ক্রয়ের জন্য ৬০,০০০ টাকার প্রয়োজন ।

৳৫০ ৳৫০

পঞ্চাশ টাকা

কখ ৪৫২০৪৬১

শর্ত/নীতিমালা

ক. প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে সর্বমোট ৬০,০০০ (ষাট হাজার) টাকার সমমূল্যের সাহায্য প্রদানে অজীকার করছে। এই সাহায্য এক কালীন এক কিস্তিতে মুদি দোকানের মালামালের সমমূল্য বাবদ প্রদান করা হবে ।

খ. প্রদত্ত সাহায্যের মাধ্যমে দ্বিতীয় পক্ষ নিম্নবর্ণিত উপায়ে পুনর্বাসিত হওয়ার অজীকার করছে-প্রাপ্ত সাহায্য দোকান পরিচালনার মালামাল। তথা তার মুদি দোকানের জন্য খরিদকৃত সমমূল্যের মুদি মালামাল, স্পন্দনবি বাংলাদেশের নিকট অনুদান হিসাবে গ্রহণ করিবেন।

গ. পুনর্বাসন লক্ষ্যে ক্রয়কৃত মালামালের পাকা রশিদ দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে দিতে বাধ্য থাকবে।

ঘ. পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা প্রথম পক্ষ তত্ত্বাবধান ও অনুসন্ধানের সম্পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করে।

ঙ. যদি কোন কারণে দ্বিতীয় পক্ষ এই দলিলে বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণে ব্যর্থ হয়, তবে যে কোন মূহুর্তে প্রথম পক্ষ বাকী সাহায্য প্রদান (যদি থাকে) বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

উপরের বর্ণিত সকল শর্ত/নীতিমালা আমলে নিয়ে এবং উহা যথাযথ ভাবে প্রতিপালনে অঙ্গিকারাবদ্ধ থাকিয়া পক্ষগণ অত্র চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

স্বাক্ষর
(প্রথমত্ত পক্ষ)

(মশিহ-উর রহমান)
কান্ট্রি ডিরেক্টর
স্পন্দনবি বাংলাদেশ

স্বাক্ষর
(দ্বিতীয় পক্ষ)

(রোজিনা আক্তার)
ঠিকানাঃ সোসাইটির গেট, সাভার,
ঢাকা

সাক্ষী গনের স্বাক্ষরঃ

১।

২।

৩।